LankaBangla SECURITIES
দৈনিক সংবাদ সংক্ষেপ
বৃহস্পতিবার, ৫ই জানুয়ারী, ২০১৭ ইং

মামলা ও এজিএম সংকটের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি

আরএন স্পিনিং মিলস লিমিটেডের রাইট শেয়ার ইস্যু নিয়ে সৃষ্ট জটিলতার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করেছে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)। এর মধ্য দিয়ে চার বছর ধরে ঝুলে থাকা মামলা ও বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম)-সংক্রান্ত জটিলতা থেকে বেরিয়ে এল বস্ত্র খাতের কোম্পানিটি। শিগগিরই চার বছরের লভ্যাংশ ও এজিএম সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবে কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ।বস্ত্র খাতের তালিকাভুক্ত কোম্পানিটির কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী পুনরায় তদন্ত করে পরিচালকদের জরিমানা কমিয়ে দেয়ার পাশাপাশি মামলা প্রত্যাহারে একটি সমঝোতায় পৌঁছেছে নিয়ন্ত্রক সংস্থা ও কোম্পানি। সমঝোতা অনুযায়ী, রাইট শেয়ার কেলেঙ্কারির দায়ে বিএসইসি আরোপিত কোম্পানির ১০ লাখ টাকা ও পরিচালকদের সাড়ে ৭২ লাখ টাকা জরিমানার অর্থ পরিশোধ করেছে আরএন স্পিনিং। অন্যদিকে কোম্পানির পরিচালকদের শেয়ার বিক্রি, হস্তান্তর, এজিএম-ইজিএম সংক্রান্ত রিট পিটিশন ও পরিচালকদের করা আরেকটি লিভ টু আপিল প্রত্যাহার করেছে কোম্পানি। এর বাইরে কমিশন ও কোম্পানির পরিচালকদের করা আরো পাঁচটি মামলাও দ্রুত প্রত্যাহার হবে। শিগগিরই গত চার হিসাব বছরের লভ্যাংশ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিয়ে এজিএমের তারিখ ঘোষণা করবে কোম্পানিরন পরিচালনা পর্ষদ।এ প্রসঙ্গে আরএন স্পিনিংয়ের কোম্পানি সচিব মো. হান্নান মোল্লা বণিক বার্তাকে বলেন, সমঝোতায় পৌঁছার পর গতকাল কোম্পানি ও এর পরিচালকদের জরিমানার অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে। লিভ টু আপিলসহ মোট সাতটি মামলার মধ্যে দুটি মামলা এরই মধ্যে প্রত্যাহার করা হয়েছে। বাকি পাঁচটি মামলাও প্রত্যাহারের প্রক্রিয়ায় রয়েছে। শিগগিরই আটকে থাকা এজিএম ও লভ্যাংশের বিষয়ে সিদ্ধান্ত হবে। কোম্পানির গত চার বছরের হিসাবই সম্পন্ন করা আছে।http://bonikbarta.com

আর্থিকভাবে সক্ষম হলেই ই-টিআইএন নিতে হবে —এনবিআর চেয়ারম্যান

বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের ও ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত করতে রাজস্ব আহরণে বড় প্রবৃদ্ধির বিকল্প নেই। এজন্য রাজস্ব আহরণ কার্যক্রমকে বহুমাত্রিক করার পাশাপাশি সক্ষম সব নাগরিককে করের আওতায় নিয়ে আসতে হবে। আর্থিকভাবে সক্ষম হলেই সবার ইলেকট্রনিক কর শনাক্তকারী নম্বর (ই-টিআইএন) নিতে হবে। রাজধানীতে গতকাল আয়োজিত এক সংলাপে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) চেয়ারম্যান ও অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সিনিয়র সচিব মো. নজিবুর রহমান এ কথা বলেন। রাজধানীর সেগুনবাগিচায় এনবিআর সম্মেলন কক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংক (বিবি), কনজিউমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব), যৌথ মূলধন কোম্পানি ও ফার্মগুলোর নিবন্ধকের কার্যালয় (আরজেএসসি), জাতীয় ভোক্তা অধিকার ও সংরক্ষণ অধিদপ্তর, পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর, ইন্টেলেকচুুয়াল প্রোপার্টি অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (আইপিএবি) ও বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেসের (বেসিস) অংশগ্রহণে এক অংশীদারিত্বমূলক সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়। সংলাপের উন্মুক্ত আলোচনায় বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিরা রাজস্ব আহরণ বহুমাত্রিক করতে বিভিন্ন সুপারিশ তুলে ধরেন। মো. নজিবুর রহমান বলেন, এনবিআর এখন একটি ব্যবসা, শিল্প ও বিনিয়োগবান্ধব প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। মানুষ এখন স্বেচ্ছায় কর দিচ্ছেন। এরই মধ্যে করদাতার সংখ্যা বা ই-টিআইএন নিবন্ধন ২৬ লাখ ৩০ হাজার ছাড়িয়েছে। অর্থনৈতিকভাবে সক্ষম সবাইকে ই-টিআইএন নিতে হবে। রাজস্ব ফাঁকি রোধে বাংলাদেশ ব্যাংক, ক্যাব, বেসিস, যৌথ মূলধনি কোম্পানিসহ সব অংশীজনের সঙ্গে এনবিআর যৌথভাবে কাজ করবে। কোম্পানির কর ফাঁকি রোধে কার্যকর পদক্ষেপ নেবে এনবিআর। http://bonikbarta.com

কেডিএস অ্যাকসেসরিজের বিক্রি বাড়বে ২৫ কোটি টাকার

পণ্যের ক্রমবর্ধমান চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে উত্পাদন সক্ষমতা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেডিএস অ্যাকসেসরিজ লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদ। গতকাল কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের সভায় ৬ কোটি ১৪ লাখ ৫০ হাজার টাকার সম্প্রসারণ প্রকল্প অনুমোদন হয়, যা কোম্পানির বার্ষিক বিক্রি প্রায় ২৫ কোটি টাকা বাড়াবে বলে আশা করা হচ্ছে।শেয়ারহোল্ডারসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে কেডিএস অ্যাকসেসরিজ জানিয়েছে, আইপিও-পরবর্তী সম্প্রসারণের পরও উত্পাদন সক্ষমতা বাড়ানোর প্রয়োজন ও সুযোগ দেখছে কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ।

এর অংশ হিসেবে চট্টগ্রামের পাশাপাশি ঢাকা অঞ্চলেও হ্যাঙ্গার তৈরি শুরু করবে তারা। এজন্য গাজীপুরে একটি নতুন হ্যাঙ্গার ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট করা হবে। পাশাপাশি চাহিদা বাড়তে থাকায় একই স্থানে বোতাম উত্পাদনের সক্ষমতাও বাড়ানো হবে।মোট ৬ কোটি ১৪ লাখ ৫০ হাজার টাকার এ সম্প্রসারণ প্রকল্পে অর্থসংস্থানের জন্য বিদেশী সাপ্লায়ার্স ক্রেডিট, ব্যাংকঋণ ও কোম্পানির নিজস্ব তহবিল ব্যবহার হবে। যন্ত্রপাতি আনা হবে ইউরোপ ও চীন থেকে। ছয় মাসের মধ্যেই নতুন প্রকল্পে উত্পাদন শুরুর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে কোম্পানি। কর্মকর্তাদের আশা, বর্ধিত উত্পাদন সক্ষমতার সদ্ব্যবহার করা গেলে কোম্পানির বার্ষিক বিক্রি ২৫ কোটি টাকা বাড়বে, যার ইতিবাচক প্রভাব দেখা যাবে মুনাফায়।২০১৫ সালে প্রাথমিক গণপ্রস্তাবের (আইপিও) মাধ্যমে শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত হয় কেডিএস অ্যাকসেসরিজ। ১০ টাকা প্রিমিয়ামসহ প্রতিটি প্রাথমিক শেয়ারের ইস্যুমূল্য ছিল ২০ টাকা। ঘোষণা অনুসারে, শেয়ারবাজার থেকে সংগৃহীত অর্থের ৬২ দশমিক ৫ শতাংশই ব্যয় হয়েছে কোম্পানির তৃতীয় প্যাকেজিং ইউনিট স্থাপনে। ব্যাংকঋণ পরিশোধে খরচ হয় ২৯ দশমিক ১৭ শতাংশ এবং বাকি ৮ দশমিক ৩৩ শতাংশ অর্থ গেছে আইপিও প্রক্রিয়ার ব্যয় নির্বাহে। http://bonikbarta.com

ট্রাম্প যুগের আঁচ পাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের গাড়ি শিল্প

ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রেসিডেন্সির আঁচ পাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের গাড়ি প্রস্তুতকারকরা। যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো, কানাডাসহ বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে থাকা হাজার কোটি ডলারের বিনিয়োগ নতুন করে বিন্যাসের কথা ভাবতে হচ্ছে এ খাতের কোম্পানিগুলোকে। ডোনাল্ড ট্রাম্পের তোপের মুখে এরই মধ্যে মার্কিন ভূখণ্ডের বাইরে বিনিয়োগের একাধিক সিদ্ধান্ত বাতিল করতে বাধ্য হয়েছে জেনারেল মোটরস ও ফোর্ড। খবর রয়টার্স ও ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল। মার্কিন পরিবহন শিল্পসংশ্লিষ্টরা মঙ্গলবার নিজেদের রাজনৈতিক উত্তাপের কেন্দ্রে আবিষ্কার করেছেন। প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত ডোনাল্ড ট্রাম্প এদিন সকালে এক টুইটে জেনারেল মোটরসের দিকে তোপ ছোড়েন। মেক্সিকোয় প্রস্তুত গাড়ি যুক্তরাষ্ট্রে বিক্রি করায় ট্রাম্প জেনারেল মোটরসের শেভি ক্রুজ মডেলে আমদানি শুল্ক আরোপের হুমকি দেন। এর আগে আরেকটি টুইটে তিনি মেক্সিকোয় ফোর্ড মোটর কোম্পানির নতুন কারখানা খোলার পরিকল্পনার সমালোচনা করেন।http://bonikbarta.com

সরবরাহ কমায় বেড়েছে চাহিদা ও দাম

টানা দরপতনের পর সর্বশেষ নিলামে চায়ের দাম ও চাহিদায় ঊর্ধ্বগতি দেখা গেছে। সরবরাহ কম থাকায় বেড়েছে পণ্যটির চাহিদা ও দাম। সর্বশেষ নিলামে (মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত) তোলা দুই-তৃতীয়াংশ চা বিক্রি হয়ে যায়। চট্টগ্রামের সাপ্তাহিক আন্তর্জাতিক চা নিলাম বাজার সূত্রে জানা গেছে, এক সপ্তাহের ব্যবধানে নিলামে চা সরবরাহ কমেছে প্রায় সাড়ে ৬ লাখ কেজি। আগের সপ্তাহের নিলামে (৩৪তম) বিক্রির জন্য চা প্রস্তাব হয়েছিল ৩২ লাখ ৮১ হাজার ৮৭২ কেজি। ৩ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত নিলামে (৩৫তম) সরবরাহ হয়েছে ২৬ লাখ ৪০ হাজার ৮৯৪ কেজি। এক সপ্তাহের ব্যবধানে নিলামে চায়ের সরবরাহ কমে যাওয়ায় দাম বেড়েছে। এরই মধ্যে এক নিলামের ব্যবধানে প্রতি কেজি চায়ের গড় দাম ৭-৮ টাকা বেড়েছে। ৩৩ ও ৩৪তম নিলামে যথাক্রমে ১৫৫ ও ১৫৭ টাকায় চা বিক্রি হলেও সর্বশেষ নিলামে ১৬২-১৬৩ টাকা গড় দামে বিক্রি হয়েছে। এর মধ্যে ভালো মানের চা সর্বোচ্চ ২৫১ টাকায় লেনদেন হয়। খৈইয়াছড়া ডালু ও আমরাইল বাগানের চা সর্বোচ্চ ২৫১ টাকা দরে বিক্রি হয়। প্রতিবারের মতো সর্বোচ্চ ১০টি বেশি দামের চায়ের মধ্যে মধুপুর বাগানের চা চারটি ডাকে বিভিন্ন দামে কিনেছেন ক্রেতারা।http://bonikbarta.com

দরপতনের শীর্ষে জেড শ্রেণির ‘সেসব’ কোম্পানি

দেশের প্রধান শেয়ারবাজারে গতকাল বুধবার দরপতনের শীর্ষে ছিল দুর্বল মৌলভিত্তির কোম্পানিগুলো। দরপতনের শীর্ষ ১০ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৮টিই ছিল দুর্বল মৌলভিত্তির ‘জেড’ শ্রেণিভুক্ত। বেশ কিছুদিন ধরে এসব কোম্পানির শেয়ারের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি ঘটছিল। জেড শ্রেণিভুক্ত কোম্পানিগুলো হচ্ছে মেঘনা পিইটি, ঝিলবাংলা, মেঘনা কনডেন্সড মিল্ক, শ্যামপুর সুগার, দুলামিয়া কটন, রহিমা ফুড, খুলনা প্রিন্টিং অ্যান্ড প্যাকেজিং ও সমতা লেদার। এসব কোম্পানির শেয়ারের দাম গতকাল সর্বনিম্ন ৫ থেকে সর্বোচ্চ ১০ শতাংশ পর্যন্ত কমেছে। এর বাইরে ইবিএল এনআরবি মিউচুয়াল ফান্ড ও এশিয়া প্যাসিফিক ইনস্যুরেন্স দরপতনের শীর্ষ ১০-এর তালিকায় ছিল। জেড শ্রেণিভুক্ত ৮ কোম্পানির সাম্প্রতিক অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি খতিয়ে দেখতে গত ডিসেম্বরে তদন্ত কমিটি গঠন করেছিল পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)। এর মধ্যে ৫টিই গতকাল দরপতনের শীর্ষ তালিকায় ছিল। কোম্পানি ৫টি হলো মেঘনা পিইটি, ঝিলবাংলা সুগার, মেঘনা কনডেন্সড মিল্ক, শ্যামপুর সুগার ও রহিমা ফুড।http://www.prothom-alo.com

১০ কোটি টাকা রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্য

ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা থেকে এবার যথাযথ রাজস্ব আদায়ের হিসাব কষছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। আর এ জন্য করা হচ্ছে কঠোর নজরদারি। এ বছর বাণিজ্য মেলা থেকে ১০ কোটি টাকা ভ্যাট আদায়ের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। গত সপ্তাহে এনবিআরের বোর্ড সভায় এ লক্ষ্যমাত্রা পূরণে একগুচ্ছ কৌশলও নির্ধারণ করা হয়েছে।http://www.kalerkantho.com